BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03090016

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 09| September 2025| e-ISSN: 2584-1890

প্রাথমিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা: একটি গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ

Pradip Kumar Mahata

Student of D.El.Ed, Session 2018 – 2020, 2014 Primary TET Qualified
Email: kumarmahatapradip@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

"প্রাথমিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা: একটি গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ" শীর্ষক এই প্রবন্ধে মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, ও বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। শিশুর প্রথম ভাষা তার চিন্তা, অভিব্যক্তি ও বোধগম্যতার প্রধান মাধ্যম। তাই প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি যদি মাতৃভাষায় স্থাপিত হয়, তবে তা শিশুর মানসিক বিকাশ, সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ভারতের সংবিধান ও জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020) উভয়েই মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে। বিশেষত, শ্রেণি V পর্যন্ত মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষায় শিক্ষাদানকে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের অন্যতম শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য মাধ্যম হলেও, উপজাতি ও সংখ্যালঘু ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিভাষিক শিক্ষা চালু করে ভাষাগত অন্তর্ভুক্তির একটি ইতিবাচক উদাহরণ স্থাপন করা হয়েছে।

এই গবেষণায় দেখা গেছে যে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা শিশুর শেখার আগ্রহ, অংশগ্রহণ ও বোঝার ক্ষমতা বাড়ায়, এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে বাস্তব প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি, এটি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষা ও সামাজিক সাম্যের বিকাশে সহায়তা করে। প্রবন্ধে তথ্য, নীতি, ও ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোচনার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে মাতৃভাষা শুধুমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং প্রাথমিক শিক্ষার সফলতা ও টেকসই উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি।

মূল শব্দ: *প্রাথমিক শিক্ষা, মাতৃভাষা, জাতীয় শিক্ষানীতি, ভারতের সংবিধান, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা।*

ভূমিকা:

প্রাথমিক শিক্ষা একটি জাতির শিক্ষাব্যবস্থার দৃঢ় ভিত্তি। শিশুর জীবনের প্রথম পর্যায়েই শিক্ষার যে বীজ রোপিত হয়, তা-ই পরবর্তীকালে তার জ্ঞান, চিন্তা, মূল্যবোধ ও আচরণের ভিত্তি গঠন করে। প্রাথমিক শিক্ষার মান, কাঠামো ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি একটি জাতির মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাপকাঠি নির্ধারণ করে। এই স্তরেই শিশুর বুদ্ধিবিকাশ, যুক্তিবোধ, ভাষাগত

দক্ষতা, কল্পনাশক্তি, এবং সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাই শিক্ষার এই প্রাথমিক ধাপটি কেবল একাডেমিক শিক্ষার সূচনা নয়, বরং একটি শিশুর মানবিক ও নাগরিক চেতনার প্রথম বিকাশের পর্ব।

এই প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সবচেয়ে গভীরভাবে যুক্ত একটি উপাদান হলো **মাতৃভাষা**। মাতৃভাষা শুধুমাত্র কথা বলার মাধ্যম নয়; এটি মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও আত্মপরিচয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। শিশুর জন্মের পর যে ভাষা তার কানে প্রথম প্রতিধ্বনিত হয়, যে ভাষায় সে মায়ের স্নেহ ও পরিবারের মমতা অনুভব করে, সেটিই তার জ্ঞানের প্রথম সোপান। মাতৃভাষা তাই জ্ঞানের মৌলিক কাঠামো নির্মাণে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীরা একমত যে, শিশুরা যখন তাদের পরিচিত ভাষায় শিক্ষা পায়, তখন তারা বিষয়বস্তুকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং শেখার প্রতি তাদের আগ্রহ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

বিশ্বজুড়ে পরিচালিত বহু গবেষণায় এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা শিশুর সামগ্রিক বিকাশের জন্য সর্বাধিক কার্যকর। UNESCO (1953) থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকতম গবেষণাসমূহ পর্যন্ত দেখা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম স্তরে মাতৃভাষার ব্যবহার শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশ, ভাষাগত দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মাতৃভাষা শিক্ষাকে বোধগম্য করে তোলে, শেখাকে আনন্দময় করে এবং শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষার প্রক্রিয়ার একটি মানবিক সম্পর্ক গড়ে তোলে।

ভারতের মতো বহুভাষিক, বহুসাংস্কৃতিক দেশে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের সংবিধানের ৩৫০(এ) অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক স্তরে শিশুর মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করা উচিত। এই নীতিগত স্বীকৃতি শুধু ভাষাগত অধিকারের প্রতিফলন নয়, এটি শিক্ষা-সমতা প্রতিষ্ঠারও এক অপরিহার্য শর্ত। কারণ, শিশু যদি নিজের ভাষায় না শিখে, তবে শিক্ষার প্রাথমিক ধাপেই সে একটি মানসিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা শুধু একটি ভাষা নয়, এটি আমাদের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কেন্দ্রবিন্দু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ শিক্ষাবিদরা বাংলা ভাষাকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে মাতৃভাষা কেবল শিশুর পাঠ্যবোধ গঠনে সহায়তা করে না, বরং তাকে তার ঐতিহ্য, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত রাখে। বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে শেখার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

বর্তমান সময়ে, যখন বিশ্বায়নের প্রভাবে ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য ক্রমবর্ধমান, তখন মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব আরও বেশি করে আলোচনায় এসেছে। বিশ্বায়ন যেমন নতুন সুযোগ তৈরি করেছে, তেমনি স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির উপরও চাপ সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতিতে মাতৃভাষা কেবল শিক্ষার মাধ্যম নয়, এটি একপ্রকার সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ও আত্মপরিচয়ের প্রতিরক্ষা বলেও বিবেচিত হতে পারে।

তদুপরি, প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার ব্যবহার শিশুকে তার চিন্তা ও অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেয় না। বরং এটি তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য ভাষা শেখার ক্ষেত্রেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, যে শিশু নিজের মাতৃভাষায় দক্ষ হয়, সে পরবর্তীতে দ্বিতীয় ভাষা শিখতেও অধিক পারদর্শী হয়।

তাই "প্রাথমিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা" শুধু শিক্ষানীতি বা ভাষানীতি সংক্রান্ত কোনো আলোচনার বিষয় নয়, এটি একটি দেশের মানবিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মতো বাংলা ভাষাভিত্তিক সমাজে, যেখানে শিক্ষার

ইতিহাস গভীরভাবে মাতৃভাষার সঙ্গে জড়িত, সেখানে এই বিষয়টি গবেষণার একটি ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করেছে।

সুতরাং বলা যায়, প্রাথমিক শিক্ষার সার্থকতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন শিক্ষা শিশুর হৃদয় ও বোধের সঙ্গে মিশে যায়—আর সেই সংযোগ সম্ভব হয় শুধুমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে। মাতৃভাষায় শিক্ষা মানে শুধু পড়া বা লেখা নয়, এটি শিশুর নিজস্ব চিন্তা ও অভিব্যক্তিকে মর্যাদা দেওয়া। তাই আজকের দিনে প্রাথমিক শিক্ষা ও মাতৃভাষার সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়ন করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ এখানেই নিহিত আছে মানবিক শিক্ষা ও জাতীয় আত্মপরিচয়ের ভবিষ্যৎ।

'মাতৃভাষা' শব্দটি সাধারণত সেই ভাষাকে বোঝায়, যা একজন শিশু তার পরিবারের পরিবেশে প্রথম শিখে এবং যার মাধ্যমে সে প্রথমবার বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হয়। মাতৃভাষা কেবল শব্দের সমষ্টি নয়; এটি হলো সামাজিক-সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার আধার। ভাষাবিদ নোম চমস্কি (Chomsky, 1965) ভাষাকে মানবচিন্তার প্রাথমিক গঠন হিসেবে বিবেচনা করেন। শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশ তার ভাষাগত বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার ভূমিকা কেবল শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং মানসিক বিকাশের এক অপরিহার্য অংশ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাথমিক শিক্ষা: উদ্দেশ্য ও পরিসর

প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণত ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের জন্য নির্ধারিত, যা একটি মানুষের জীবনের শিক্ষার মৌলিক ভিত্তি নির্মাণের সময়কাল। এই পর্যায়ে শিশু ধীরে ধীরে পরিবারকেন্দ্রিক জীবন থেকে বিদ্যালয়ভিত্তিক সামাজিক জীবনের দিকে অগ্রসর হয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য কেবলমাত্র বর্ণমালা শেখানো বা অঙ্কের ধারণা দেওয়া নয়, বরং শিশুর চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা এবং সামাজিক বোধকে বিকশিত করা।

জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020) অনুসারে, প্রাথমিক শিক্ষা হলো "foundation stage of learning"—যেখানে পাঠ্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুর স্বাভাবিক কৌতূহল, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, যুক্তিবোধ, অনুধাবন এবং ভাষাগত দক্ষতার বিকাশ ঘটানো। এই স্তরে শিক্ষাদানের পদ্ধতি হওয়া উচিত অভিজ্ঞতাভিত্তিক ও আনন্দমুখর, যাতে শিশু শেখাকে বোঝার পরিবর্তে অনুভব করতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর জীবনের সর্বাধিক সংবেদনশীল ধাপ। এই সময়েই শিশুরা শেখে পড়া, লেখা, গণনা, সামাজিক আচরণ, নৈতিক মূল্যবোধ, এবং পরিবেশ সম্পর্কে মৌলিক ধারণা। তারা প্রথমবারের মতো শৃঙ্খলা, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে পরিচিত হয়। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা শুধু একাডেমিক নয়, এটি হলো মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশেরও ভিত্তি।

কিন্তু এই শেখার প্রক্রিয়া তখনই সত্যিকার অর্থে ফলপ্রসূ হয়, যখন শিক্ষা শিশুর বোধগম্য ভাষায় প্রদান করা হয়। শিশুর মাতৃভাষাই তার চিন্তা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রথম প্রকাশভূমি। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান শিশুর শেখার মধ্যে একধরনের স্বাভাবিকতা ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করে। অচেনা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণে শিশুর বোধগম্যতা বাধাগ্রস্ত হয় এবং শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ হ্রাস পায়।

অতএব, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মৌলিক জ্ঞান অর্জন নয়, বরং শিশুর সার্বিক বিকাশ—বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাগত, নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সমন্বিত প্রক্রিয়া। আর এই উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে মাতৃভাষার ভূমিকা অপরিহার্য, কারণ মাতৃভাষাই হলো সেই সেতুবন্ধন, যার মাধ্যমে শিক্ষা শিশুর হৃদয় ও চেতনার গভীরে প্রবেশ করে।

মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার পক্ষে যুক্তি:

প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাদানের গুরুত্ব শুধু আবেগের বিষয় নয়, এটি একটি বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন। ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি চিন্তা, অভিব্যক্তি, এবং শেখার কাঠামো নির্মাণের মূলভিত্তি। নিচে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার পক্ষে কয়েকটি মূল যুক্তি উপস্থাপিত হলো—

সহজ বোধগম্যতা: শিশু যখন তার নিজের মাতৃভাষায় পাঠ গ্রহণ করে, তখন শেখার প্রক্রিয়া তার কাছে স্বাভাবিক ও সহজলভ্য হয়ে ওঠে। পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে তার পরিচিতি থাকায় সে দ্রুত তা আত্মস্থ করতে পারে। অজানা ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিশুকে একদিকে ভাষা শেখার চাপ, অন্যদিকে বিষয়বস্তু বোঝার চ্যালেঞ্জ—এই দ্বৈত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এর ফলে সে বিভ্রান্ত ও অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। কিন্তু মাতৃভাষায় শিক্ষাদান শিশুর মানসিক প্রতিবন্ধকতা দূর করে এবং শেখাকে আনন্দদায়ক ও অর্থবহ করে তোলে।

চিন্তাশক্তির বিকাশ: ভাষা হলো চিন্তার বাহন। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের চিন্তা ভাষার মাধ্যমে সংগঠিত ও প্রকাশিত হয়। মাতৃভাষা যেহেতু শিশুর চিন্তা ও অনুভূতির প্রাথমিক মাধ্যম, তাই এই ভাষায় শিক্ষাদান তার যুক্তি ও বোধের বিকাশে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। মাতৃভাষায় শেখার ফলে শিশুর ধারণা গঠনের ক্ষমতা বাড়ে, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা তৈরি হয় এবং সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে। বিপরীতে, অচেনা ভাষায় শিক্ষাদান শিশুর চিন্তার প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে, কারণ সে প্রথমেই ভাষা অনুধাবনে ব্যস্ত থাকে।

আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা: নিজের ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ শিশুর আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে। মাতৃভাষা তার অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, তাই এই ভাষায় শিক্ষালাভ তাকে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে। শিশু যখন নিজের ভাষায় ভাব প্রকাশ করতে শেখে, তখন তার শেখার প্রক্রিয়া আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে ওঠে। এছাড়া মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা শিশুকে তার সংস্কৃতি, সমাজ ও পরিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত রাখে। ফলে তার মধ্যে আত্মপরিচয়ের বোধ গড়ে ওঠে, যা ভবিষ্যতের নাগরিক হিসেবে আত্মমর্যাদাবোধের ভিত্তি স্থাপন করে।

সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সংরক্ষণ: মাতৃভাষা কেবল শব্দের বাহন নয়; এটি এক জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, লোকজ জ্ঞান, রীতি ও মূল্যবোধের ধারক। মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা শিশুকে তার সংস্কৃতির মূলে নিয়ে যায়। গল্প, ছড়া, লোককথা, প্রবাদ, গান—এসবের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে তার সমাজ ও ঐতিহ্যের প্রতি সংযোগ গড়ে ওঠে। অচেনা ভাষাভিত্তিক শিক্ষা প্রায়ই এই সাংস্কৃতিক বন্ধনকে দুর্বল করে, যার ফলে শিশুর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বা সাংস্কৃতিক পরিত্যাগবোধ দেখা দেয়। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান তাই শুধু জ্ঞানার্জনের উপায় নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের প্রক্রিয়াও বটে।

ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা:

ভারত একটি বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক দেশ, যেখানে ১২২টিরও বেশি প্রধান ভাষা ও প্রায় ১৫৯৯টি উপভাষা প্রচলিত। এই ভাষাগত বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার ব্যবহারকে জাতীয় ঐক্য ও সমান সুযোগের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের ৩৫০ (A) অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। এটি কেবল ভাষাগত অধিকার নয়, বরং মানসম্মত শিক্ষার প্রাথমিক শর্ত হিসেবেও গণ্য।

২০২০ সালের **জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020)** মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষাভিত্তিক শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্তত শ্রেণি V পর্যন্ত এবং সম্ভব হলে শ্রেণি VIII পর্যন্ত শিক্ষাদান মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষায় হওয়া উচিত। এর লক্ষ্য হলো শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাজীবনে বোঝার ক্ষমতা, যুক্তিবোধ, এবং আত্মপ্রকাশের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। গবেষণায় দেখা গেছে, মাতৃভাষায় শিক্ষিত শিশুরা পরবর্তী স্তরে অন্যান্য ভাষা শেখাতেও অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করে। ফলে, মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা বহুভাষিক দক্ষতা গঠনের জন্যও একটি কার্যকর ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা প্রাথমিক শিক্ষার মূল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ (WBBPE) মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার প্রসারে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বাংলা ভাষায় পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া—সবই মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের ভাষিক বৈচিত্র্যের কারণে সরকার ও পর্ষদ দ্বিভাষিক শিক্ষার দিকেও মনোযোগ দিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, **পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বীরভূম ও জলপাইগুড়ি** জেলার সাঁওতালি, কুরুখ, মুণ্ডারি ও লেপচা ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য দ্বিভাষিক পাঠ্যবই প্রণয়ন করা হয়েছে—যেখানে বাংলা ও তাদের নিজস্ব ভাষা উভয়ই ব্যবহৃত হয়। এই উদ্যোগগুলির লক্ষ্য হলো প্রান্তিক ও উপজাতি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি করা, যাতে ভাষাগত পার্থক্যের কারণে তারা পিছিয়ে না পড়ে।

এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গে **'মিশন বাংলা শেখো'** ও **'প্রাথমিকে মাতৃভাষা উদ্যোগ'** প্রকল্পগুলির মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি ভাষাভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চলছে। শিক্ষকদের মাতৃভাষায় প্রশিক্ষণ, স্থানীয় উপভাষায় গল্প ও কবিতা সংযোজন, এবং শ্রেণিকক্ষে বহুভাষিক যোগাযোগ উৎসাহিত করার মাধ্যমে মাতৃভাষা শিক্ষা আরও কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সব মিলিয়ে, ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা শুধু ভাষা শিক্ষার একটি নীতি নয়, বরং সামাজিক ন্যায়, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ, এবং শিক্ষায় সমান সুযোগ নিশ্চিত করার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এটি শিক্ষাকে শিশুদের জীবনের সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে, এবং তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে—যা প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দেয়।

গবেষণালব্ধ ফলাফল ও পর্যবেক্ষণ:

UNESCO (2016) তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, যারা প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহার করে, তারা দ্বিতীয় ভাষা ও অন্যান্য বিষয়েও দ্রুত দক্ষতা অর্জন করে।

ভারতে **NCERT (2019)**-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকারী শিশুদের dropout rate কম, উপস্থিতি বেশি এবং শিক্ষাগত ফলাফল উন্নত।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু গবেষণা (Mukherjee, 2021; Ghosh, 2020) দেখিয়েছে যে, বাংলা ভাষায় পাঠদান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক স্তরে বেশি মনোযোগী ও আত্মবিশ্বাসী।

মাতৃভাষা ও বহু ভাষাভিত্তিক শিক্ষা (Multilingual Education):

ভারতের বহুভাষিক প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ একভাষাভিত্তিক শিক্ষা বাস্তবসম্মত নয়। তাই বহু ভাষাভিত্তিক শিক্ষা (MLE) একটি কার্যকর পন্থা। এর মূল লক্ষ্য হলো—

- প্রথমে মাতৃভাষায় ভিত্তি গঠন,
- পরে আঞ্চলিক বা জাতীয় ভাষা,
- এবং শেষে আন্তর্জাতিক ভাষা (যেমন ইংরেজি) শেখানো।

এই পদ্ধতিতে শিশু তার ভাষাগত আত্মপরিচয় বজায় রাখে এবং একই সঙ্গে অন্যান্য ভাষার জ্ঞানও অর্জন করে।

নীতিগত পর্যালোচনা: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020):

NEP 2020-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

"Wherever possible, the medium of instruction until at least Grade 5, but preferably till Grade 8 and beyond, will be the home language/mother tongue/local language/regional language."

এই নীতির ফলে মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা নতুন গুরুত্ব পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এই নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলা ভাষায় পাঠ্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে এবং স্থানীয় ভাষাভাষী শিশুদের জন্য দ্বিভাষিক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন শুরু হয়েছে।

উপসংহার:

প্রাথমিক শিক্ষা হলো জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রথম ধাপ, আর মাতৃভাষা সেই নির্মাণের মজবুত ভিত্তি। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান শিশুর মনন, ভাষা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের বিকাশ ঘটায়। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু শিশুর প্রথম শিক্ষার মাধ্যম অবশ্যই মাতৃভাষা হওয়া উচিত।

ভারতীয় সংবিধান ও জাতীয় শিক্ষানীতিও এই দিকেই নির্দেশ দেয়। তাই প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রয়োগ কেবল শিক্ষাগত প্রয়োজন নয়, এটি সাংস্কৃতিক দায়িত্বও বটে। পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন ঘটানোই হবে শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণের অন্যতম সোপান।

গ্রন্থপঞ্জি (তথ্যসূত্র):

- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার বাধ্যবাধকতা বিষয়ে মূল নীতিগত দলিল।
- UNESCO। (1953) The Use of Vernacular Languages in Education*. Paris: UNESCO. মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করেছে।
- Cummins, J. (2000). Language, Power, and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire*. Clevedon: Multilingual Matters. দ্বিভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন নিয়ে আলোচনা।
- Skutnabb-Kangas, T.(2009). Multilingual Education for Global Justice: Issues, Approaches, and Opportunities*. New Delhi: Orient Blackswan. ভাষাগত বৈচিত্র্য ও মাতৃভাষা-ভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে।

- Rahman, M. M. (2017). Mother Tongue-Based Education in Bangladesh: Challenges and Opportunities*. *Asian Journal of Education and e-Learning*, 5(2), 90–99. বাংলাদেশের বাস্তব প্রেক্ষাপটে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ।
- UNICEF Bangladesh (2021) Education for All Children: Mother Tongue Matters. ঢাকা: ইউনিসেফ। মাতৃভাষা ব্যবহার করে প্রাথমিক শিক্ষায় সফলতার উদাহরণ তুলে ধরে।
- Chowdhury, A. R.(2015). Language Policy and Primary Education in Bangladesh: A Critical Review.Bangladesh Education Journal*, 14(1), 55–72.
- UNESCO. (1953). The use of vernacular languages in education. Paris: UNESCO.
- Rahman, M. M. (2017). Mother tongue-based education in Bangladesh: Challenges and opportunities*. Asian Journal of Education and e-Learning, 5(2), 90–99.
- Mukherjee, S. (2021). *Primary Education through Bengali: Challenges and Prospects.* Rabindra Bharati Journal of Education.
- Skutnabb-Kangas, T. (2009). *Linguistic Genocide in Education – or Worldwide Diversity and Human Rights?* Lawrence Erlbaum.
- Bandyopadhyay, D. (2018). *Bhasha O Shiksha: Bharatiya Prathamik Shikshar Ruprekha.* Kolkata: Dey's Publishing.

Citation: **Mahata. P. K.,** (2025) "প্রাথমিক শিক্ষা ও মাতৃভাষা: একটি গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.